প্রথম আলো

তারিখ ... SEP 1 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

করিমগঞ্জে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুদান বিতরণে বৈষম্য

শিক্ষামন্ত্রীর বাবা-মায়ের নামের প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ বরাদ্দ, এক টাকাও পায়নি ১৩টি

করিমগঞ্জ (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুদানের টাকা বরাদ্দের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কপালে এ অনুদানের একটি টাকাও জোটেনি।

জানা গেছে, শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের এপিএস সাইফুল ইসলামের তদারকিতে এ বিশেষ অনুদানের তালিকা তৈরি হওয়ায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ পেয়েছে শিক্ষামন্ত্রীর মা-বাবার নামে সদ্য স্থাপিত শামসুন্নাহার-ওসমান গনি শিক্ষা নিকেতন। বৈষম্যের শিকার হয়েছে উপজেলার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—এ অভিযোগ করেছেন বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানেরা।

জানা গেছে, উপজেলায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, কলেজ ও মাদ্রাসা মিলিয়ে ৩৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ অনুদানের সাত লাখ ১৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয় মাত্র ২৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। বাকি ১৩টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয়।

এ প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে: জঙ্গলবাড়ী মহিলা কলেজ, দেহুন্দা উচ্চবিদ্যালয়, বালিয়া উচ্চবিদ্যালয়, নিয়ামতপুর উচ্চবিদ্যালয়, গুজাদিয়া শিমুলতলা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, করিমগঞ্জ ছোবহানিয়া ফাজিল মাদ্রাসা, নিয়ামতপুর সিনিয়র মাদ্রাসা, থাকশ্রী নুরুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা, হাত্রাপাড়া আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা, উরদীঘি দাখিল মাদ্রাসা, রঙ্গু খান বালিকা দাখিল মাদ্রাসা, বারঘড়িয়া ফাজিলখালী দাখিল মাদ্রাসা ও কিরাটন ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, মাত্র কয়েক মাস আগে স্থাপিত প্রায় ২০০ শিক্ষার্থীর প্রতিষ্ঠান শামসুন্নাহার-ওসমান গনি শিক্ষা নিকেতনের ৪১ শিক্ষার্থীর নামেই বরাদ্দ দেওয়া হয় এক লাখ ১২ হাজার টাকা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ পায় কান্দাইল দারুস সালাম দাখিল মাদ্রাসা ও ভাটিয়া উচ্চবিদ্যালয়। এ দুটি প্রতিষ্ঠানের যথাক্রমে ৩০ শিক্ষার্থীকে ৮১ হাজার ও ২৭ শিক্ষার্থীকে ৮৩ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

অন্যদিকে উপজেলা সদরের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় এক হাজার ২০০ শিক্ষার্থীর করিমগঞ্জ পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের মাত্র চারজন ও পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের মাত্র ছয়জনকে যথাক্রমে ১৪ হাজার ও ১৮ হাজার টাকা দেওয়া হয়। তা ছাড়া করিমগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের দুজন, কান্দাইল উচ্চবিদ্যালয়ের তিনজন, উরদীঘি উচ্চবিদ্যালয়ের একজন, সাইটুটা হোসাইনিয়া দাখিল মাদ্রাসার দুজন ও ঝাউতলা আনোয়ারিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা অনুদান দেওয়া হয়। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা নিজেদের বৈষম্যের শিকার বলে মনে করছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে দুটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিযোগ করে বলেন, সরকারি টাকা কোনো নীতিমালা ছাড়া সংশ্লিষ্টরা নিজেদের ইচ্ছেমতো বণ্টন করতে পারেন না। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের দেওয়া চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের তালিকা জমা দিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীদের নামে কোনো অনুদান বরাদ্দ হয়নি।

দেহুন্দা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল ওয়াহ… বলেন, যথাসময়ে তালিকা জমা দিয়েও কোনো বরাদ্দ পাইনি… শুধু আমার বিদ্যালয় নয়, উপজেলার ১৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান… কেন বাদ দেওয়া হলো তা আমার বোধগম্য নয়। প্রতিষ্ঠানে… প্রধানেরা কারও বিরাগভাজন হতে পারেন কিন্তু শিক্ষার্থীরা … কোনো অপরাধ করেনি।

করিমগঞ্জ পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামসু… ভূঁইয়া বলেন, এ অসম বণ্টনের কারণ কী তার ব্যাখ্যা আম… ছাত্রছাত্রীদের দিতে না পেরে খুব বিব্রতকর অবস্থায় আছি… করিমগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আ… এলাহীও একইভাবে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তবে … বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ ইকব… বলেন, রাজনৈতিক বিবেচনা ও তদবিরই ছিল অনুদান পাও… মাপকাঠি। এতে যারা উত্তীর্ণ হতে পারেনি, তারাই বঞ্চি… হয়েছে।

এসব ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এ … এম গোলাম কিবরিয়া বলেন, আমি শিক্ষামন্ত্রীর সহকারী এক… সচিব (এপিএস) সাইফুল ইসলাম স্যারের এ সংক্রান্ত … পেয়ে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে মেধাবী ও গ… শিক্ষার্থীদের তালিকা দেওয়ার জন্য চিঠি ইস্যু করি। ত… তালিকা জমা দিলে আমি সেগুলো মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিই। কে… প্রতিষ্ঠান কত পেল বা কেন পেল না, তার কারণ আমি বল… পারব না। আমরা শুধু বিতরণের ব্যবস্থা করেছি।

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর এপিএস সাইফুল ইসলামের স… মোবাইল ফোনে কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তা… পাওয়া যায়নি।